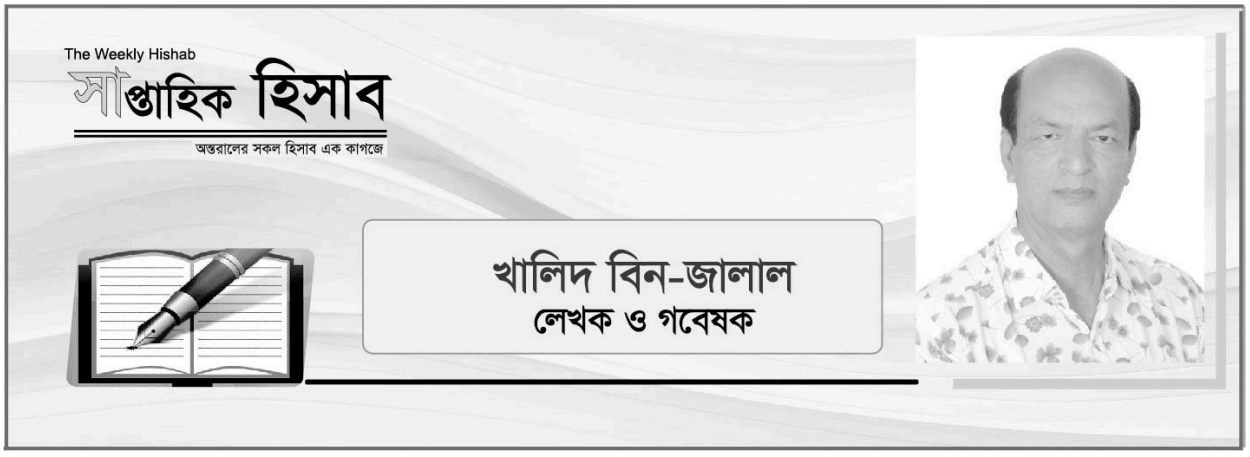
নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি

নাটোর পৌরসভা ঔপনিবেশিক আমল থেকে আধুনিক নগরায়ণ

খালিদ বিন-জালাল প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৬ ৬ মিনিট পাঠ



১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চার্টারের মাধ্যমে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরে পৌর প্রশাসনের সূচনা করা হয়। এই আইনে 'জাস্টিস অব পীস' নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের বাড়িঘরের ওপর কর আরোপ এবং চৌকিদার ও ঝাড়ুদার নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৮৪২ সালে সর্বপ্রথম পৌর প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য আইন পাস হয়,যা বেঙ্গল এ্যাক্ট অব ১৮৪২ নামে পরিচিত। এই আইনে একটি শহরে বাড়ির প্রধানদের দুই তৃতীয়াংশের আবেদনের প্রেক্ষিতে টাউন কমিটি গঠন করা যেতো। এই আইনটির সুবিধাভোগ করার জন্য কোনো আগ্রহ জনগণের মধ্যে দেখা যায়নি।এরপর ১৮৫০ সালে যে আইন পাস হয়, তাতে জনগণের আবেদনের ওপর মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের ভার ছেড়ে দেয়া হয়।যদিও এই আইনটি ভারতের সকল প্রদেশের জন্য ছিল, কিন্তু খুব কম শহরেই মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়।

১৮৫৬ সালে টাউন পুলিশ অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইনে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট -এর ওপর শহরের পঞ্চায়েত গঠন ও বাড়ি-ঘরের ওপর সর্বোচ ৫% হারে কর আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই করের মাধ্যমে যে অর্থ আদায় হতো তা শহরে চৌকিদারদের প্রতিপালনের জন্য এবং

কনজার্ভেন্সি,শহর উন্নয়ন,রাস্তার বাতি প্রদান ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হতো। ১৮৬৪ সালে বেঙ্গল কাউন্সিল ডিস্ট্রিক মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট পাস করা হয়।এই আইনটি অপেক্ষাকৃত বড় শহরের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এই আইনের অধীনে সরকার কমপক্ষে ৭ জন মনোনীত নগরবাসীকে সাথে নিয়ে একটি টাউন কমিটি গঠন করতে পারতো। এই ৭ জনের মধ্যে ডিভিশনাল কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাহী প্রকৌশলী থাকতেন। পরে পুলিশ সুপারকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

আয়ের প্রধান উৎস বাড়িঘরের ওপর কর--যা মূল্যায়নের ৭.৫০% পর্যন্ত হতে পারতো। এছাড়া যানবাহনের ওপর কর আরোপের ক্ষমতা ছিল। এই অর্থ দ্বারা নগর চৌকিদার প্রতিপালন করাই ছিল প্রধান দায়িত্ব এবং অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে রাস্তা, কনজারভেন্সী,বিপদজনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, টীকা হাসপাতাল প্রভৃতি খাতে ব্যয় করা যেতো। নাটোর শহরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ১৮৬৮ সালে স্যানিটারি কমিশনার হিথ সাহেব সরকারের কাছে যে সুপারিশ করেন তা হলো এমন:(১) চৌকি ও লাল দীঘির সংস্কর (২) কনজারভেন্সি অফিস স্থাপন, (৩) মেথর আমদানি, (৪)অস্বাস্থ্যকর পায়খানা বিলোপ,(৫) আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান,(৬) বসতবাড়ির কাছে কবরখানা রহিত, (৭) জঙ্গল পরিষ্কার, (৮) নারদ নদ,ভাঁদ্রা(বিল ভেদরা)সংস্কার প্রভৃতি। এক সময় সরকার হল্যান্ডের মতো জল নিকাসী পরিকল্পনা করেছিল,কিন্তু কাজের কিছু হয়নি। ১৮৬৯ সালে নাটোর পৌরসভা,১৮৭৬ সালের ১ এপ্রিল রাজশাহী পৌরসভা, ১৯০৩ সালে চাপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা এবং ১৯৬৩ সালে ৭ ডিসেম্বর নওগাঁ পৌরসভা স্থাপিত হয়। কাজেই এটা প্রমাণিত সত্য যে,নাটোর পৌরসভাটি অতি প্রাচীন। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৮৮৪ সালে পাস করা হয়। সে আইনে ১ম ও ২য় শ্রেণির মিউনিসিপ্যালিটির পার্থক্য তুলে ধরা হয়। ১৮৬৮ সালের ডিস্ট্রিক টাউন অ্যাক্টের অধীনে আরও অধিক সংখ্যক শহরে পৌর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনে কমপক্ষে ৫ জনকে নিয়ে একটি টাউন কমিটি গঠনের ব্যবস্থা ছিল। যার এক তৃতীয়াংশ থাকতে হতো সরকারি কর্মকর্তা। এই কমিটি প্রতি বছর একজন চেয়ারম্যান ও ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন। আয়ের প্রধান উৎস ছিল হোল্ডিং ট্যাক্স। এই ট্যাক্স মাসে ৭ টাকার বেশি হতে পারতো না। এ আইনে দায়িত্ব ছিল ১৮৬৪ সালের আইনের অনুরূপ। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহরে মিউনিসিপ্যালিটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। উক্ত সময়ে পুলিশের পিছনেই মিউনিসিপ্যাল তহবিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্যয় হতো।

১৮৭৩ সালে একটি আইনের মাধ্যমে ১৮৬৪ সালের আওতাভুক্ত শহরগুলোতে সর্বপ্রথম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭৬ সালের উপরোক্ত ৪টি আইন বাতিল করা হয় এবং একটি কনসোলেটেড আইন প্রণীত হয়। ১৮৭৬ সালের এই আইন দ্বারা পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৪ভাগে বিভক্ত করা হয়।যেমন:

(১) ১৮৬৪ সালের আইনের অধীনে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো"১ম শ্রেণি।

(২)১৮৬৮ সালের আইনের অধীনে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো"২য় শ্রেণি"।

(৩)১৮৫৬ সালের আইনের অধীনে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো "ইউনিয়ন"।

(৪) ১৮৫০ সালের আইনের অধীনে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো "স্টেশন"।

এরপর উক্ত কমিশনাররা তখন সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট মহকুমা অফিসার পদাধিকার বলে সদস্য থাকতেন। চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। ন্যূনপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ করদাতারা লিখিতভাবে আবেদন করলে কমিশনার নির্বাচিত করা যেতো। ১৮৭৮ সালে এক আইনের মাধ্যমে সকল ১ম শ্রেণির মিউনিসিপ্যালিটিকে ল্যাট্রিন পরিষ্কারের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এই জন্য কর আরোপের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। ১৮৮০ সালে প্রণীত এক আইনের মাধ্যমে টিকা প্রদান মিউনিসিপ্যালিটির জন্য বাধ্যতামূলক দায়িত্ব করে দেওয়া হয়।

লর্ড রিপন স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত ছিলেন ও জনগণকে স্থানীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট করার পক্ষপাতি ছিলেন। তার আমলে পূর্বের সকল আইনকে একত্রিত করে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৮৮৪ পাস করা হয়।এই আইনে ১ম ও ২য় শ্রেণির মিউনিসিপ্যালিটির পার্থক্য তুলে দেওয়া হয় এবং ইউনিয়ন ও স্টেশন সমূহকে মিউনিসিপ্যালিটির মর্যাদা থেকে বাদ দেওয়া হয়।নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত সদস্যের ব্যবস্থা রাখা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির জন্য বেশ কয়েকটি আয়ের উৎস নির্ধারিত করা হয়।যেমন:

(১) হোল্ডিং ট্যাক্স (২)গাড়ি ও ঘোড়ার ওপর ট্যাক্স (৩) গাড়ি রেজিষ্ট্রেশন ফিস (৪) ফেরি (৫) ব্রিজ (৬)পাকা রাস্তার জন্য টোল (৭) ওয়াটার রেইট (৮) লাইটিং রেইট (৯) ল্যাট্রিন পরিস্কারের জন্য ফিস প্রভৃতি ছাড়াও পরবর্তী বছর সমূহে আরও কিছু সংশোধনী আইন পাশ করা হয়। রাজশাহী জেলায় প্রথমে নাটোরে ও পরে সদর রামপুর বোয়ালিয়ায় মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ সালে বাঙ্গালা মিউনিসিপ্যাল আইন ১১১(ন.প.)অনুসারে নাটোর মিউনিসিপ্যালিটির নিম্নে বর্ণিত ১৮ জন কমিশনার নির্ধারণ করা হয়।তা হলো এমন : ১। মৌলবী ফজলার রহমান খাঁ চৌধুরী ২। বাবু সর্বানন্দ সাহা ৩।বাবু মহিমচন্দ্র রায় ৪। বাবু তারক

চন্দ্র রায় ৫।বাবু বিহারী লাল সান্যাল ৬। বাবু নীলমনি দাস ৭।মোহাম্মদ খাঁ ৮।বাবু রাজ কুমার চক্রবর্ত্তী ৯।বাবু মহিম চন্দ্র রায় ১০। বাবু রাধিকা লাল সোম ১১।বাবু নরেন্দ্র নাথ গুপ্ত ১২। বাবু কেদার নাথ চৌধুরী ১৩।বাবু শরচ্চন্দ্র বসু ১৪।নূর মহাম্মদ খাঁ চৌধুরী ১৫। বাবু যোগেশ চন্দ্র বাগচী ১৬। বাবু শ্রীকৃষ্ণ মৈত্রেয় ১৭। বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী ১৮।বাবু মহেন্দ্র কুমার বসু

নাটোর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম সভ্যগণ--
১)শ্রী কুমুদনাথ রায়(নাটোর ছোট তরফ) ২) মহঃ রশিদ আলী খান চৌধুরি (৩)মহঃ ফৈজুল্লা রহমান খান (৪)শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ শুকুল (৫)শ্রী শীতলচন্দ্র কুন্ডু (৬)শ্রী কৃষ্ণমোহন মজুমদার (৭)শ্রী চন্দ্রকান্ত ভদ্র (৮)সরকার মনোনীত সভ্য একজন।

যাক সে কথা,এরপর ১৮৯৬ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটির সেবামূলক দায়িত্ব আরও বাড়ানো হয়। উদ্যান,লাইব্রেরি মাতৃকেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি। ১৮৮৪ সালের আইন ও পরবর্তী সংশোধন সমূহকে একত্রিত করে নিয়ে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯৩২ পাস হয়। এটি একটি উন্নত ধরনের আইন ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা ও ভারত বিভক্ত করা প্রভৃতি কারণে মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার অবনতি ঘটে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে অভিভক্ত বাংলায় ১১টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ছিল। তন্মধ্যে পূর্ব বাংলায় ছিল ৫২টি এবং সিলেট জেলায় ৪টি। এই সকল বোর্ডে ৩/৪ শতাংশ নির্বাচিত ও ১/৪ অংশ মনোনীত সদস্য থাকতেন। সদস্যদের মধ্য হতে ১ জন চেয়ারম্যান ও ১ জন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। পাকিস্তান আমলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে সংশোধনী আনা হয় যে, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সম্পূর্ণ নির্বাচিত সংস্থা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই দেশে সামরিক শাসন জারি হয়।

ফলে বেসিক ডেমোক্রেসি অর্ডার ১৯৫৯-এর অধীনে গ্রামীন স্থানীয় সংস্থা ছাড়াও ইউনিয়ন ও টাউন কমিটি গঠন করা হয়। ৫৬টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের মধ্যে ২৮ মিউনিসিপ্যাল বোর্ড-যার জনসংখ্যা ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১৫০০০ বা তার নিচে ছিল তাদেরকে টাউন কমিটি নামকরণ করা হয়। অবশিষ্ট ২৮টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রশন অর্ডিন্যান্সের অধীনে মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্যদের মতো ইউনিয়ন কমিটি এবং টাউন কমিটির সদস্যরাও ইলেকট্রোরাল কলেজ সদস্য ছিলেন। টাউন কমিটি ও মিউনিসিপ্যাল কমিটির সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। এতে ভাইস-চেয়ারম্যান পদ ছিল না। উক্ত সময়ে

২৬টি কর আরোপের উৎস নির্ধারণ করা হয়।
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং--৭ এর মাধ্যমে সকল স্থানীয় পরিষদ বাতিল করা হয় এবং তার পরিবর্তে প্রশাসক নিয়োগ করা হয় ও পৌর সংস্থাগুলোর নাম নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন করা হয়। যেমন: (১) ইউনিয়ন কমিটি--নগর পঞ্চায়েত। (২) টাউন কমি. --- শহর কমিটি। (৩)মিউনিসিপ্যাল কমিটি--------পৌরসভা

১৯৭৩ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং-২২ জারি করা হয়,যাতে সরাসরি নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস- চেয়ারম্যান পদের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং শহর কমিটিকেও পৌরসভা আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৭৭ সালে পৌরসভা অর্ডিন্যান্স জারি হয়। এই অর্ডিন্যান্সে ভাইস-চেয়ারম্যানের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। কমিশনারের সংখ্যা নির্বাচনি এলাকার ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ আইনে ন্যূনপক্ষে ৯ জন কমিশনার একটি পৌরসভায় নির্বাচিত হতে হবে। মনোনীত মহিলা কমিশনারের সংখ্যা নির্ধারিত সদস্যের এক-দশমাংশের বেশি হতে পারবে না। কিন্তু পরবর্তীতে এক সংশোধনীর মাধ্যমে তিনজন করে মহিলা সদস্য নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া ওয়ারকার কমিশনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এক সংশোধনীর মাধ্যমে সে পদটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে মহিলা কমিশনারের মনোনীত পদটি বাতিল করে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো যে, ১৯৯৮ সালে সাবেক স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান নাটোর পৌরসভাকে ১ম শ্রেণিতে উন্নীত করেন। তখন নাটোর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন খন্দকার জুবায়ের হোসেন। ২০০৮ সালের ১৩ মে থেকে মেয়র পদটির সৃষ্টি। তখন এ পদে ছিলেন কাজী শাহ আলম।